3.13 পাঠক্রম ও সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির মধ্যে পার্থক্য (Difference between Curriculum and Co-curricular Activities)

পাঠক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছোনোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশে বিশে ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকল দিকের বিকাশে সাহায্য করে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি, এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক গভীর থাকলেও এদের মধ্যে পার্থক্যও বর্তমান তা নীচে আলোচনা করা হল—

বিষয়	পাঠক্রম	সহ-পাঠক্রম
1. লক্ষ্য	পাঠক্রমের লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটানো।	সহ-পাঠক্রমের মাধ্যমে বৌদ্ধিক বিকাশের পাশাপাশি দৈহিক, সামাজিক, নৈতিক, প্রাক্ষোভিক ইত্যাদি সকল দিকের বিকাশ ঘটে।
2. তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক	পাঠক্রমিক শিক্ষা হল তত্ত্ব নির্ভর শিক্ষা।	সহ-পাঠক্রমিক শিক্ষা হল তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা।
3. অনুশীলন	পাঠক্রম মূলত শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করা হয়ে থাকে।	সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি শ্রেণিকক্ষের মধ্যে ও বাহিরে অনুশীলন করা হয়ে থাকে।
4. আলোচ্য বিষয়	পাঠক্রমের আলোচ্য বিষয় হল ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ইত্যাদি।	সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির আলোচ্য বিষয় হল খেলাধূলা, ব্যায়াম, বিতর্কসভা, বিজ্ঞান আলোচনা, নান্দনিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।
5. একঘেয়েমী ও বৈচিত্রপূর্ণ শিক্ষা	পাঠক্রমিক শিক্ষা হল একঘেয়েমি শিক্ষা।	সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি হল বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষা।

বিষয়	পাঠক্রম	সহ-পাঠক্রম
6. সৃজনশীলতা	পাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ খুবই কম।	সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ অনেক বেশি।

সুতরাং, শিক্ষার পাঠক্রম ও সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্য থাকলেও দুটি বিষয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই দুটি বিষয় শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই বর্তমানে পাঠক্রমিক কার্যাবলির পাশাপাশি সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা পরিচালিত হয়ে থাকে।